W.B. Form No. 27

1931

FIRST INFORMATION REPORT

First Information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P. C. at PS.

1. Dist. Purulia Sub Divn. Purulia P.S. Hura Year 2019 FIR No. 27/19 Date 22.02.19
2. i) Act I.P.C. Sections 498A/34 ii) Act Sections 3/4 D.P. Act.
   iii) Act Sections iv) Other acts & Sections
3. a) General Diary Reference : Entry No. 895 Time
   b) Occurrence of Offence : Day Since after Date marriage to till Time date & time. (Since-
   c) Information received Date on 22.02.2019 Time 11:15 hrs. G.D. No. 895 at the P. S.
4. Type of Information : Written/Oral Type
5. Place of Occurrence : a) Direction and Distance from P.S. Approx 26 KMS North West from P.S.
   b) Address Vill- Pindra, P.S. Hura, Dist- Purulia.
   Beat No. J.L No- 9, Anchal No- 1
   c) In case outside limit of this Police Station, then the name of P. S. Sal District
6. Complainant / Informant :
   a) Name : Smt. Puja Chakraborty
   b) Father's / Husband's Name W/O- Rahul Chakraborty, D/O Asit Goswami
   c) Date / Year of birth d) Nationality Indian.
   e) Address Vill- Pidra, PS- Hura Dist- Purulia.
7. Details of known/suspected/unknown/accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary): ①. Rahul Chakraborty S/O Lt. Sailen Chakraborty ②. Smt. Santana Chakraborty W/O Lt. Sailen Chakraborty ③ Sri Subal Chakraborty S/O Lt. Sailen Chakraborty ④. Smt. Pratima Chakraborty W/O Subal Chakraborty ⑤ Suman Chakraborty S/O Lt. Sailen Chakraborty and ⑥. Smt Chumki Chakraborty W/O Suman Chakraborty all of Vill- Salma, P.S- Saltora, Dist- Bankura.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
9. Priculars of properties stolen/involved : (Attach separate sheet, if required):
10. Total value of properties stolen/involved
11. Inquest report/U. D. Case no., if any:
12. FIR Contents : (Attach separate sheets, if required) The original written complaint of the complainant which is treated as F.I.R is attached here with.

[signature] 22/02/19
Officer- in- Charge
Hura Police Station
Dist.- Purulia(W.B.)

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 498A/34 IPC 3/4 D.P. Act.

registered the case and took up the investigation/directed ASI Sanjoy Banerjee to take up the investigation/transferred to P. S. on point of jurisdiction. FIR read over to the Complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/informant free of cost.

পূজা চক্রবর্তী

Signature/Thumb impression of the Complainant/informant

[signature] 22/02/19

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station with

Name Debasis Bandyopadhyay

Rank S.I. of Police, O/C Hura P.S.

Number if any

Officer- in- Charge
Hura Police Station
Dist.- Purulia(W.B.)

প্রতি,

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক

হুড়া থানা

জেলা পুরুলিয়া ।

মহাশয়,

আমি শ্রীমতি পূজা চক্রবর্তী, স্বামী শ্রী রাহুল চক্রবর্তী পিতা অসিত গোস্বামী, বর্তমানঠিকানা পৈত্রিক গৃহ গ্রাম পিঁড়রা, থানা হুড়া, জেলা পুরুলিয়া, আপনার নিকট এই মর্মে অভিযোগ করছি যে, গ্রাম শালমা, থানা শালতোড়া, জেলা বাঁকুড়া নিবাসী স্বর্গীয় শৈলেন চক্রবর্তীর পুত্র রাহুল চক্রবর্তীর সাথে গত XXXX. ০২.০৬.২০০৬ সালে হিন্দু রীতিনীতি অনুযায়ী আমার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় পাত্রপক্ষের দাবী মতো আমার বাবা শ্রী অসিত গোস্বামী এক লক্ষ টাকা (১00000.00) ১০ (দশ) ভরি সোনার গহনা, আসবাবপত্র, দান সামগ্রী আমার স্বামী ও তার পরিবারের হাতে তুলে দেন। সুখী দাম্পত্য জীবনের আশায় বিবাহের পর আমি শ্বশুরবাড়ি যাই। আমার শ্বশুরবাড়ি আসি, আমার স্বামী শ্বাশুড়ি শ্রীমতি সান্তনা চক্রবর্তী, ভাসুর শ্রী সুবল চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী শ্রীমতি প্রতিমা চক্রবর্তী, দেওর শ্রী সুমন চক্রবর্তী এদের সাথে বসবাস করা শুরু করি।

বলাবাহুল্য বিবাহের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার স্বামী ও উপরিউক্ত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নানান অজুহাতে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা শুরু করে। পনের সামগ্রীর মান নিয়ে তারা আমার বাবা মার নামে গালিগালাজ করতে থাকে। তারা সন্তুষ্ট

(পর পাতা - ২)

ছিলেন না   কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আরও ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অতিরিক্ত পন বাবদ দাবী করতে থাকে । আমার বাবা সেই অতিরিক্ত পন দিতে না পারায় আমার উপর চলতে থাকে শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার । আমার স্বামী ও তার ভাইরা বড় জা ও শাশুড়ি আমার সাথে কাজের লোকের মত ব্যবহার শুরু করে দেয় । অনাহারে দিন কাটতে হতো । হাজার অপমান , অত্যাচার সহ্য করেও আমি শ্বশুর বাড়িতে মুখ বুজে থাকতাম ।

এরপর আমি গর্ভবতী হই । সেকথা জানা মাত্রই আমার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমায় পরিস্কার জানিয়ে দেয় যে তারা কেউই আমার সন্তানের দায়িত্ব নেবে না । ঐ অবস্থায় আমার স্বামী আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন ও আমার বাবা মাকে বলেন যে , তিনি বাচ্চা জন্মের পর এসে নিয়ে যাবেন । এরপর ২০০৭ সালের ৮ ই অক্টোবর আমি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিই । আমার স্বামী ও তার পরিবারের কেউই আমার ও আমার বাচ্চার সাথে দেখা করতে আসেনি এবং কোন খবরই নেয় নি । বাধ্য হয়ে আমার বাবা আমাকে বাচ্চা সহ আমার শ্বশুরবাড়িতে পৌছে দেয় । তখন আমার বাচ্চার বয়স ৬ (ছয়) মাস । অনেক অনুরোধের পর তারা আমাকে গ্রহন করেন ।

(পর পাতা - ৩)

আমার স্বামী ইন্ডিকা কম্পোজিট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে তখন কর্মরত ছিলেন ও কর্মসূত্রে তাকে জামসেদপুরে যেতে হয়। অনেক অনুরোধের পর তিনি আমাকে ও আমার বাচ্চাকে সেখানে নিয়ে যান। কিছুদিন এইখানে থাকার পর লক্ষৌতে আমার স্বামীর বদলি হয়। কিন্তু আমার স্বামী আমাদের তার সাথে রাখতে চাইতেন না। বিভিন্ন অজুহাতে তিনি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ি শালমা গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন। শ্বশুরবাড়িতে দিনের পর দিন আমি আমার বাচ্চা নিয়ে থাকতাম। আমার স্বামী কোন খবরও নিতেন না। আমার শাশুড়ি ও বড় জ্যা আমার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার সাথে চাকরের মতো ব্যবহার করত। চুলের মুঠি ধরে মারামারি করত। আমার বড় ভাসুর সুবল চক্রবর্তী আমায় বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দিত। তার আমার প্রতি খারাপ নজর ও ছিল। আমি এইসব স্বামীকে জানালে তিনি উল্টে আমাকেই বকাবকি করতেন। তিনি বাড়িতে এলে আমার শাশুড়ি ও ভাসুর ও দেওর এবং বড় জ্যা সবাই মিলে আমার নামে খারাপ খারাপ অভিযোগ করত ও আমার স্বামী তাদের উস্কানিতে আমায় মারধর করত।

এরপর ২০১৮ সালের প্রথম দিকে আমার ছোট দেওয়ের বিয়ে হয়। তার স্ত্রী চুমকী চক্রবর্তী বিয়ের পরই বাকিদের মতনই আমার সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করে দেয়। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাই উক্ত চুমকী চক্রবর্তীর সাথে আমার স্বামীর অবৈধ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক শুরু হয়। যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি বহুবার। প্রতিবাদ ও করেছি কিন্তু সেসব কেউ কানেই দেয় নি। দীর্ঘদিনের অত্যাচারে অপমানে আমার শারিরীক অবনতি ঘটতে থাকে। এরপর গত

(পর পাতা - ৪)

০১.০৩.২০১৮ সালে আমার স্বামী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সবাই মিলে আমায় মারপিট করে আমার বাচ্চা জোর করে কেড়ে নিয়ে আমায় শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমার সমস্ত গহনা ও স্ত্রীধন কেড়ে নেয়। আমি নিরুপায় হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসি। বাবা মা ও পরিবারের লোকদের ঘটনার কথা জানালে তারা আমার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা আমাকে আর গ্রহন করবে না তা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। তারা আমার উপর ডির্ভোসের জন্য চাপ দিতে থাকে। বাপের বাড়িতে থাকাকালীন ২০.০৮.২০১৮ তারিখে আমার স্বামী, ভাসুর ও দেবর আমার বাপের বাড়িতে এসে আমাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ডির্ভোসের জন্য চাপ দিতে থাকে ও ধমকী দেয়। আমার বাচ্চাটিকেও তারা দিতে চাইছে না। এরপর গত ১৪.১১.২০১৮ তারিখে আমি আমার বাবা মার সাথে শ্বশুরবাড়িতে যাই ও তাদের সাথে কথা বলার চেষ্ট করি কিন্তু তারা সবাই মিলে আমার চুলের মুঠি ধরে মারতে থাকে ও ঘর থেকে অপমান করে বার করে দেয়। আমার বাবা মাকে ও তারা গালিগালাজ করে। আমি বাধ্য হয়ে বাবা মার সাথে বাপের বাড়িতে ফিরে আসি। বর্তমানে অসহায় অবস্থায় সন্তানহীন ভাবে বাপের বাড়িতে দিন কাটাচ্ছি।

আমার স্বামী বর্তমানে লক্ষৌনে সিং এন্ড সনস কোম্পানীতে কর্মরত। তিনি আমার দায়িত্ব নিচ্ছেন না। আমি মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ছি। আমার এইরূপ অসহায় অবস্থার জন্য আমার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দায়ি।

মহাশয়ের কাছে অনুরোধ যে, দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের আদেশ প্রদানে মর্জি হয় ও তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহনের মর্জি হয়।

ইতি -

পূজা চক্রবর্ত্তী

ফোন নম্বর - 9593722651

Received on 22.02.19 at 11.15 hrs and started case No. 21/2019 dt. 22.2.19 u/s 498A/34 IPC and 3/4 D.P Act.

22/02/19

Officer-in-Charge
Hura Police Station
Dist.- Purulia(W.B.)

22.2.2019